দর্শনায় মহিলাসহ ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে মহিলাসহ ৪ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুলিশ দীর্ঘদিন পলাতক থাকা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার আলীর ছেলে হাফিজুল ইসলাম ওরফে হ্যাপি (৪০), দর্শনার আজমপুরের সুরুজ মিয়ার ছেলে সুমন মিয়া (৩৯), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মজিবর শাহের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদ্দি (৩৯) এবং দর্শনা পরানপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী ছালমা খাতুন (৩৯)।

গ্রেফতারের পর গতকালই তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন

সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভায় মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসুচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১১ই এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা উদ্বোধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার

উবায়দুর রহমান সাহেল।

অঙ্কুর আদর্শ বিদ্যালয়, কেরু বাজার মাঠের পাশের খোলা ড্রেন, আবাসিক এলাকায়, আজমপুর, রেলবাজার ডিএস মাদ্রাসা, ফুলতলা,মাছ বাজার, কাঁচা বাজারে কর্মসূচি পালন করা হয়।

মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দামুড়হুদা ইউএনও উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, দর্শনা পৌরসভসহ সারা বাংলাদেশে একযোগে এ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ মোতাবেক নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পাশাপাশি প্রতি শনিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেমন ড্রেন, খেলারমাঠ, স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় বাজার সহ জলাশয় গুলো এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে অভিযান পরিচালনা করা হবে। পৌরসভার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন, হাসপাতাল গুলোতে একইভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার প্রধান সহকারী শাহ আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম হিসাব রক্ষক আরিফিন হোসেন,কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে জিয়া খাল ও আলমডাঙ্গা ভাটই খাল পুন:খননের উদ্বোধন

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি সংক্ষিপ্ত সফরে আজ শনিবার মেহেরপুরে আসছেন।

সফরসূচি অনুযায়ী, তিনি দুপুর ২টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়া খাল খনন কাজের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধন শেষে বলিয়ারপুরে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।

এরপর বিকাল ৪টায় মেহেরপুর সার্কিট হাউজে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বিএনপি সরকার গঠনের পর পানিসম্পদ মন্ত্রী হিসেবে শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি প্রথমবারের মতো মেহেরপুর সফরে আসছেন। এর আগে তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাটই খালের পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন।

সফরসূচি অনুযায়ী, বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি সড়কপথে ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজে পৌঁছাবেন। এরপর বেলা ১টায় আলমডাঙ্গার ডি-১৫এন খাল খনন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

উদ্বোধন শেষে তিনি মেহেরপুরে জিয়া খাল খনন কাজের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

এদিকে খাল পুনঃখননকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন ধরে দখল ও ভরাটের কারণে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া খালটি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কৃষকরা।

এদিকে, আলমডাঙ্গার ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ।

দর্শনাকে উপজেলা বাস্তবায়নের দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনাকে উপজেলা হিসেবে বাস্তবায়নের দাবিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে দর্শনা কেরুজ ফুটবল মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নুরুল আমিন মিরাজ।

সভায় বক্তারা বলেন, ৬টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপজেলা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে এলাকাবাসী।

তারা উল্লেখ করেন, দর্শনা কেরুজ, দর্শনা কাস্টমস ও রেলওয়ে বন্দর থেকে প্রতিবছর প্রায় ২৫০ কোটিরও বেশি রাজস্ব প্রদান করা হলেও স্বাধীনতার পর থেকে দর্শনায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে এলাকাবাসীর দাবি দ্রুত সময়ের মধ্যে দর্শনাকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেগমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, অ্যাডভোকেট কমরেড শহিদুল ইসলাম, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, জেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, বিএনপি নেতা প্রভাষক মশিউর রহমান, দর্শনা সিডিএলের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা পৌর ইমাম কমিটির সভাপতি মাওলানা নুরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন রিংকু, জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট, কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল মোল্লা, সাবেক প্যানেল মেয়র শরিফ উদ্দিন, ভালোবাসার বন্ধনের সভাপতি আরিফ তরফদার, সাবেক ছাত্রদলের পৌর সভাপতি ইকবাল হোসেন, নাজিম উদ্দিন এবং দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক রিফাত রহমানসহ অনেকে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাশেদ মল্লিক।

জীবননগরে জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিজ্ লুৎফুন নাহার জীবননগর উপজেলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বেলা ১১টায় জীবননগর উপজেলা অডিটরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব

করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল আলম রাসেল।

এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক মিজ্ লুৎফুন নাহার বলেন, জীবননগরসহ পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার সার্বিক উন্নয়নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত বক্তারাও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

দর্শনায় জামায়াতের লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে “গণভোটের রায় অমান্য করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা” এবং “জনগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান” জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়। দর্শনা রেলবাজারের মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান

টুকু, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির ও সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, পৌর সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির, জামায়াত নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, আমজাদ হোসেন, সুমন হোসেন, ছানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের জয়রামপুর মালিতাপাড়া এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাবাসী প্রথমে মাদকদ্রব্যসহ ৪ জনকে আটক করে। পরে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক সেবন ও সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮” অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জয়রামপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলামকে ২ বছরের কারাদণ্ড, দামুড়হুদা দশমী পাড়ার আমিন উদ্দীনের ছেলে কালাম হোসেনকে ১ বছর, দোস্ত গ্রামের রজব আলীর ছেলে রানা মিয়াকে ৬ মাস এবং কুমারীদহ গ্রামের মোমিন উদ্দিনের ছেলে মাহফুজ উদ্দিনকে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদকসংক্রান্ত কোনো অপরাধ সহ্য করা হবে না।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে এ অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে এ অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেরু অ্যান্ড কোম্পানির সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মা যদি তাদের সন্তানের প্রতি সচেতন হন, তবে ওই সন্তানের অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হবে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে এসে সন্তানের খোঁজ-খবর নিলে তারা লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দুর্বল, তাকে অতিরিক্ত পাঠদানের মাধ্যমে অনুশীলন করাতে হবে। এতে বিদ্যালয়ের সুনাম ও মান বৃদ্ধি পাবে। এজন্য শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয়ে ৩ মাস অন্তর অন্তর এ ধরনের অভিভাবক সমাবেশ করা প্রয়োজন। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুছ ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক

(প্রশাসন) এডিএম মির্জা গালিব।

অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মমিনুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার তুহিন নাইম ইসলামসহ প্রায় ৪ শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।
অভিভাবক সমাবেশের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাসেল আহম্মেদ ও ফারহা জেসমিন আফরোজ।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে মোবাইল কোর্ট: অবৈধ জাল ও কোমড় অপসারণ

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদীর সুবলপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে নদীতে স্থাপিত ৫টি অবৈধ কোমড় অপসারণ করা হয় এবং প্রায় ২০০ মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একটি অসাধু চক্র নদীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে কোমড় স্থাপন এবং নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার করে আসছিল। এসব অবৈধ পদ্ধতির কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল এবং নদীর জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অভিযান চলাকালে নদীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অবৈধ কোমড় চিহ্নিত করে অপসারণ করা হয়। একইসঙ্গে নদীতে বিছানো বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এ সময় স্থানীয় জেলেদের মাঝে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার

(ভূমি) শাহীন আলম। অভিযানে উপজেলা মৎস্য অফিসের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

অভিযান শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অবৈধ জাল ও স্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি নদীতে অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধে নিয়মিত তদারকি জোরদার করা হবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশাসনের এ উদ্যোগে স্থানীয় সচেতন মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নদী রক্ষায় নিয়মিত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে ভোজ্যতেল বিক্রি, ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় বোতলজাত ভোজ্যতেল (সয়াবিন) নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি ও বাজারজাত করার অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার মুন্সিগঞ্জ বাজারে তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ধারায় বোতলজাত সয়াবিন তেল নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি ও বাজারজাত করার অপরাধে মুক্তার হোসেন খানের প্রতিষ্ঠান ‘খান স্টোর’-কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরও জানান, তদারকির সময় ব্যবসায়ীদের আইন মেনে মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, ভাউচার সংরক্ষণ, মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকা এবং নির্ধারিত ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য সচেতন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।